রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দোয়াটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: “কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার কাছ থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করল অথচ সে নিজে গ্রহণ করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।”

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	৩	নবীয়ে রহমত صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم এর দোয়া ও মিছকিনদের সাথে ভালবাসা	২০
শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর অল্পে তুষ্টি	৪	দরিদ্রদের সাথে ভালবাসা আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভের মাধ্যম	২১
অন্তরকে নরম করার ব্যবস্থাপত্র	৬	প্রকৃত নিঃস্ব কে?	২২
দারিদ্রতার উপকারীতা	৭	দারিদ্রতা দূরীভূত করার ওযীফা	২৪
গরীব ও ফকিরগণ ৫০০ বছর পূর্বে জান্নাতে	৯	রুযীতে বরকতের উত্তম ব্যবস্থাপত্র	২৬
দারিদ্রতার উপর ধৈর্যধারণ	১১	দারিদ্রতার চিকিৎসা	২৬
সম্পদশালী কি গরীবদের থেকে আমলে অগ্রগামী থাকে?	১৩	রিযিকে বরকতের ওযীফা	২৭
গরীব ও নিঃস্ব খলীফা	১৪	মাদানী বাহার: K.E.S.C. এর মধ্যে চাকুরী লাভ	২৮
চিন্তাগ্রস্থ ব্যক্তির দোয়া	১৬	পোশাকের ১৪টি মাদানী ফুল	৩১
মিছকিনদের জন্য জান্নাত	১৭	মাদানী হুলিয়া	৩৪
অধিকাংশ জান্নাতি গরীব হবে	১৯		

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

গরীবরাই কল্যাণে রয়েছে

শয়তান লাখো অলসতা প্রদান দিবে তবুও এ রিসালা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ পাঠ করে নিন, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ সাওয়াবের অতুলনীয় ভান্ডার অর্জনের সাথে সাথে দারিদ্রতার ফযীলত ও বরকত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জিত হবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

সাহাবীয়ে মুস্তফা হযরত সায়্যিদুনা জাবের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর সম্মানিত পিতা হযরত সায়্যিদুনা সামুরাহ সুয়াঈ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বর্ণনা করেন; আমরা **ছরকারে নামদার, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: **ইয়া রাসুলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে সবচেয়ে উত্তম আমল কোনটি? তখন **নবী করীম, রঊফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “সত্য কথা বলা এবং আমানত আদায় করা।” (হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত সায়্যিদুনা সামুরাহ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন:) আমি আরয করলাম:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তা'আলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” **(মুসলিম শরীফ)**

ইয়া রাসুলাল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আরও কিছু ইরশাদ করুন, (তখন) ইরশাদ করলেন: “বেশি পরিমাণে যিকির করা ও আমার উপর দরূদে পাক পাঠ করা। কেননা, এই আমল দারিদ্রতা (অর্থাৎ-অভাব) কে দূরীভূত করে।” (আল কাউলুল বদী, আল বাবুস ছানী ফি ছাওয়াবিছ সালাত আলা রাসুলিল্লাহি, থেকে শেষ পর্যন্ত, ২৭৩ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

বাহরে রফয়ে মরয ও যাহমত ও রনজে কুলফত,
ডুনডতে পিরতে হে উহ লোগ কাহা কা তাবীজ।
তুম পড়ো সাহিবে লাওলাক পর কছরত দুরূদ,
হে আজব দরদে নেহা অওর আঁমা কা তাবীজ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর অল্পে তুষ্টি

হযরত সায়্যিদুনা সুওয়াইদ বিন গাফলাহ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: আমি আমীরুল মু'মিনীন, হযরত মাওলায়ে কায়েনাত, আলীয়্যুল মুরতাজা কেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর খিদমতে কুফায় প্রশাসনিক ভবনে উপস্থিত হলাম। তাঁর كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم সামনে জব শরীফের রুটি এবং এক পেয়ালা দুধ ছিল। রুটি শুকনো এবং এত শক্ত ছিল যে, কখনো নিজের হাত দ্বারা এবং কখনো হাঁটুর উপর রেখে ছিড়তে হচ্ছিল। এটা দেখে আমি তাঁর كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم দাসী ফিদ্দাহ্ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا কে বললাম: তাঁর উপর আপনার দয়া আসেনা? দেখুন তো, রুটির উপর ভূষি লেগে আছে।

তাঁর জন্য জব ছেকে নরম রুটি তৈরী করবেন। যাতে ছিড়তে কষ্ট না হয়। ফিদ্দাহ্ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھَا উত্তর দিলেন: আমীরুল মু’মিনীন کَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْھَہُ الْکَرِیْم আমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে, তাঁর জন্য কখনো যেন জব শরীফ ছেকে রুটি তৈরী না করি। এমতাবস্থায় আমীরুল মু’মিনীন کَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْھَہُ الْکَرِیْم আমার দিকে মনোযোগী হলেন এবং বললেন: হে ইবনে গাফলাহ! আপনি এই দাসীকে কি বলছেন? তখন আমি যা কিছু বলেছি তা বললাম। আর অনুরোধ করলাম: হে আমীরুল মু’মিনীন! আপনি নিজের প্রাণের উপর দয়া করুন এবং এত কষ্ট করবেন না। তখন তিনি کَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْھَہُ الْکَرِیْم বললেন: হে ইবনে গাফলাহ! **প্রিয় আক্বা, মক্কি মাদানী মুস্তফা, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এবং তাঁর পরিবার পরিজন কখনো তিনদিন পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে গমের রুটি পেট ভরে আহার করেননি। আর কখনো **তাঁর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জন্য আটা শোধন করে (রুটি) তৈরী করেনি। একদা মদীনা মুনাওয়ারাতে زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّ تَعْظِیْمًا ক্ষুধা আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে, তখন আমি মজদুরী করার জন্য বের হলাম। দেখলাম একজন মহিলা মাটির ঢিলা একত্রিত করে সেগুলো ভিজাতে চাচ্ছিল। আমি তার সাথে (ভিজানোর জন্য) প্রতি বালতি পানির বিনিময়ে একটি খেজুর পারিশ্রমিক নির্ধারণ করলাম এবং ষোল বালতি ঢেলে ঐ মাটিকে ভিজিয়ে দিলাম। এমন কি আমার হাতে ফোস্কা পড়ে গেল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

অতঃপর উক্ত খেজুর নিয়ে আমি **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট উপস্থিত হলাম এবং সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলাম। তখন **তিনিও** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তা থেকে কিছু খেজুর আহার করলেন।

(তাজকিরাতুল খাওয়াছ, আল বাবুল খামেছ, ১১২ পৃষ্ঠা। ফয়যানে সুন্নাত, ১/৩৬৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجا هِ النَّبِىِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب !   صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অন্তরকে নরম করার ব্যবস্থাপত্র

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরুল মু’মিনীন হযরত মাওলায়ে কায়েনাত, আলী মুরতাজা, কেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর সরলতার প্রতি আমাদের প্রাণ উৎসর্গ হোক। এত কষ্ট সহ্য করা সত্ত্বেও মুখে কখনো অভিযোগ করেননি। খাবারের সাথে সাথে তাঁর পোষাকও অত্যন্ত সাদা-সিধে ছিল। একবার তাঁর كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم নিকট জিজ্ঞাসা করা হল; আপনি আপনার জামায় তালি কেন লাগান? (জবাবে তিনি) বললেন: يَخْشَعُ الْقَلْبُ وَ يَقْتَدِى بِهِ الْمُؤْمِنُ অর্থাৎ- এর দ্বারা অন্তরে নম্রতা সৃষ্টি হয় এবং এতে লোকেরা মু’মিন বান্দার অনুসরণ করে। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, আলী বিন আবি তালিব, ১/১২৪, সংখ্যা: ২৫৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب !   صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দারিদ্রতা **আল্লাহ্ তাআলার** নেয়ামত। **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আকাঙ্ক্ষা। অনেক ফযীলত এবং অসংখ্য উপকারের ভান্ডার। এই কারণে আল্লাহ্ওয়ালারা দারিদ্রতাকে পছন্দ করেছেন। যেমন-

দারিদ্রতার উপকারীতা

হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম বিন বাশ্শার رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম বিন আদহাম رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এর সাথে সফরে ছিলাম এবং আমরা উভয়ে রোজাদার ছিলাম। কিন্তু আমাদের নিকট ইফতারের জন্য কিছু ছিলনা এবং প্রকাশ্য এমন কোন মাধ্যম ও দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলনা, যার দ্বারা ইফতারের ব্যবস্থা করা যায়। আমার এই চিন্তা দেখে হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম বিন আদহাম رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বললেন: হে ইবনে বাশ্শার رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ! **আল্লাহ্ তাআলা** গরীব এবং মিছকিনদেরকে দুনিয়া এবং আখিরাতে কি পরিমাণ নেয়ামত এবং শান্তি দ্বারা সম্মানিত করেছেন! কিয়ামতের দিন তাদেরকে যাকাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবেনা এবং হজ্ব-সদকা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা এবং ভাল আচরণ সম্পর্কেও হিসাব-নিকাশ হবেনা। অথচ সম্পদশালীদের কাছ থেকে এই সব বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। দুনিয়ার এই আমীর এবং ধনবান ব্যক্তি আখিরাতে গরীব ও অসহায় হবে বা শুধুমাত্র দুনিয়ার সম্মানিত ব্যক্তি সেখানে লাঞ্ছিত হবে।

আপনি চিন্তা করবেন না। **আল্লাহ্ তাআলা** রিযিকের যিম্মাদার। **তিনি** আপনাদের জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করবেন। আমরা এই দুনিয়ার আমীরদের থেকেও বড় আমীর। দুনিয়া এবং আখিরাতে পরিপূর্ণ আনন্দ আমাদের অর্জিত হয়েছে। কোন দুঃখ ও চিন্তা নেই এবং ইহার কোন ভয় নেই যে, আমাদের সকাল কিভাবে হলো এবং সন্ধ্যা কিভাবে হলো? শুধু শর্ত হল; **আল্লাহ্ তাআলার** আনুগত্য ও অনুসরণের ক্ষেত্রে অলসতার বাধা আসতে না দেওয়া। এটা বলে তিনি رَحۡمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ নামাযে মশগুল হয়ে গেলেন এবং আমিও নামায শুরু করে দিই। কিছুক্ষণ পর এক ব্যক্তি আমাদের নিকট ৮টি রুটি এবং অনেক খেজুর নিয়ে উপস্থিত হল এবং এই বলে ফিরে গেল: আহার করুন! **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের উপর দয়া করুক। হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম বিন আদহাম رَحۡمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ আমাকে বললেন: নিন এবং আহার করুন। যখন আমরা আহার করছিলাম, (তখনই) এক ভিক্ষুক আওয়াজ দিল; **আল্লাহ্ তাআলার** নামে আমাকে কিছু খাবার দিন। হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম বিন আদহাম رَحۡمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তিনটি রুটি ও কিছু খেজুর ঐ ভিক্ষুককে দিয়ে দিলেন এবং বললেন: সহানুভূতি প্রদর্শন করা ঈমানদারগণের অংশ। (রওজুর রিয়াহিন, ২৭২ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

মানিনদ শময়ে তেরি তরফ লও লাগি রহে,
দে লুতফ মেরি জাঁ কো সোজ গুদায কা।
কিউ কর না মেরি কাম বনে গাইব ছে হাসান,
বন্দা ভি হো তো কেইসী বড়ী কারছায কা। (যওকে নাত)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

গরীব ও ফকিরগণ ৫০০ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উল্লেখিত ঘটনা থেকে জানা গেল, নিঃস্ব এবং দারিদ্রতা সৌভাগ্যের কারণ, বিপদের কারণ নয়। গরীব ও মিছকিনদের জন্য আখিরাত আরামদায়ক হবে; কেননা, সম্পদের ইবাদত; যেমন- যাকাত, ফিত্‌রা, হজ্ব ইত্যাদির ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ থেকে নিরাপদ থাকবে। কেননা, এই বিধান সম্পদশালী এবং সামর্থ্যবান মুসলমানদের জন্য। হাকরের দিন যখন সম্পদশালীরা **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে নিজের মালের ব্যাপারে হিসাব-নিকাশ দিতে ব্যস্ত থাকবে। এদিকে (তখন) অসহায় মুসলমান **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত এবং ইচ্ছায় জান্নাতে প্রবেশ করতে থাকবে। আর এভাবে জান্নাতে গরীব ও ফকিরদের প্রবেশ ধনীদের পূর্বে হবে। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “মুসলমান ফকিরগণ ধনীদের চেয়ে অর্ধদিবস পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর ঐ (অর্ধ দিবস) ৫০০ বছর সমপরিমাণ হবে।” (তিরমিযী, কিতাবুজ যুহদ, বাবু মাজায়া আন্না ফোকারা ওয়াল মুহাজীরিন শেষ পর্যন্ত, ৪/১৫৮, হাদীস- ২৩৬১)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ “গরীবরা ধনীদের ৫০০ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশের” ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: জেনে রাখ এই দেরী হিসাবের কারণে হবেনা। **আল্লাহ্ তাআলা** সমস্ত সৃষ্টি জীবের হিসাব অনেক তাড়াতাড়ি নিয়ে নিবেন। ইহা ঐ সব ফকিরের মাহাত্ম্য দেখানোর জন্য হবে। কেননা, ধনীদেরকে হিসাবের নামে বাধা প্রদান করা হবে এবং ফকিরদেরকে জান্নাতের দিকে পাঠিয়ে দেয়া হবে। মুফতী সাহেব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ ৫০০ বছর এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: অর্থাৎ- কিয়ামতের দিন এক হাজার বছরের হবে। **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ﴿٤٧﴾ (**কানযুল ঈমান থেকে**

অনুবাদ: নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালকের কাছে এমন একটি দিন রয়েছে, যেটি তোমরা লোকদের গণনায় হাজার বছর। (পারা- ১৭, সূরা- আল হাজ্ব, আয়াত- ৪৭)) হ্যাঁ! কারো কারো ৫০ হাজার বছর অনুভব হবে। তাদের ব্যাপারে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ﴿٤﴾ (**কানযুল ঈমান থেকে**

অনুবাদ: ঐ আযাব সেই দিন হবে, যার পরিমাণ ৫০ হাজার বছর। (পারা- ২৯, সূরা- আল মায়ারিজ, আয়াত- ৪)) আর কোন কোন মু’মিনের কাছে এক মুহূর্ত অনুভব হবে। **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ ۙ﴿۹﴾ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ ﴿۱۰﴾

(**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** ঐ দিন কঠিন (কঠোর) দিন। কাফেরদের উপর সহজ নয়। (পারা- ২৯, সূরা- আল মুদ্দাছির, আয়াত- ৯,১০)) সুতরাং আয়াতের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। এটাও হতে পারে কিয়ামতের দিন ৫০ হাজার বছরের হবে, কিন্তু কারো এক হাজার বছর অনুভব হবে। আর কারো এর চেয়ে কম। এমনকি সৎকর্মশীলদের (নেক্‌কারদের) এক মুহুর্ত মনে হবে। যেমন- একই রাত আরামে অতিবাহিতকারীর ছোট অনুভূত হয় এবং কষ্টে অতিবাহিতকারীর বড় (অনুভূত) হয়।

(মিরআতুল মানাযিহ্, ৭ম খন্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা)

আযাবে কবর ও মাহশর ছে বাচালো নারে দোযখ ছে,
খোদারা সাথ লেকে যাও জান্নাত ইয়া রাসুলাল্লাহ্!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

দারিদ্রতার উপর ধৈর্যধারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ফযীলত ঐ গরীব মুসলমানের জন্য, যেই নিজের দারিদ্রতার উপর ধৈর্যধারণ করে। সব সময় সম্পদ জমা করার চিন্তায় মগ্ন থাকা ব্যক্তি, ধনীদের এবং তাদের নেয়ামতকে দেখে দেখে অন্তর জ্বালানো বা হিংসার বিপদে লিপ্ত হওয়া মুখাপেক্ষী ও অসহায় (ব্যক্তি)।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ** তা’আলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আ’দী)

যে নিজের দারিদ্রতার উপর ধৈর্যশীল নয়, সে উল্লেখিত পুরস্কারের যোগ্য নয়। আর যদি দূর্ভাগ্য বশতঃ অধৈর্য মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়, তাহলে লাঞ্চনা এবং অপমান ভাগ্যে লিপিবদ্ধ থাকতে পারে। অতএব! নিঃস্ব এবং বিপদে পতিতদেরও **আল্লাহ্ তাআলা**র গোপন রহস্য কে ভয় করা উচিত। কেননা, হতে পারে এই সব বিপদের মাধ্যমে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়েছে। আর অভিযোগের কান্না অধৈয্য এবং দারিদ্রতা ও মুছিবতকে হারাম মাধ্যম দ্বারা শেষ করার চেষ্টা আখিরাতে ধ্বংস ও ক্ষতির কারণ হয়ে যায়। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাদ্দিস ইবনে জওযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: দারিদ্রতা একটি রোগের মত, যেই এতে পতিত হল, আর ধৈর্যধারণ করল, সে ইহার প্রতিদান এবং সাওয়াব পাবে। এই জন্য অভাবগ্রস্থ ও গরীব লোক যারা নিজের অভাব এবং দারিদ্রতার উপর ধৈর্যধারণ করেছে, (তারা) ধনীদের চেয়ে ৫০০ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তালবিছে ইবলিশ, ২২৫ পৃষ্ঠা)

রহে ছব সাদ ঘরওয়ালে শাহা তোড়িছি রুযি পর
আতাহু দৌলতে ছবর ওয়া কানাআত ইয়া রাসুলাল্লাহ্!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

সম্পদশালী কি গরীবদের চেয়ে আমলে অগ্রগামী থাকে?

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; নিঃস্ব মুহাজিরিনরা দরবারে রিসালাতে صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم উপস্থিত হল; আর আরয করল: **ইয়া রাসুলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! সম্পদশালী লোক উঁচু মর্যাদা ও চিরস্থায়ী নেয়ামত নিয়ে গেছে। **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “কিভাবে?” তখন তাঁরা আরয করল: তারা আমাদের মত নামায আদায় করে এবং আমাদের মত রোযাও রাখে। তারা সদকা করে, আমরা সদকা করতে পারিনা। তারা গোলাম আযাদ করে, আমরা গোলাম আযাদ করতে পারিনা। তখন **রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “আমি কি তোমাদেরকে এমন কিছু শিক্ষা দিবনা, যার দ্বারা তোমরা ঐ সব লোকদের মত হয়ে যাবে, যারা তোমাদের চেয়ে অগ্রগণ্য এবং তাদের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে যাবে যারা তোমাদের থেকে পিছনে রয়েছে? আর কেউ তোমাদের চেয়ে উত্তম হবেনা, (শুধুমাত্র) ঐ ব্যক্তি ছাড়া যে তোমাদের মত আমল করে।” সাহাবায়ে কেরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসুলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আবশ্যই শিক্ষা দিন। (তখন) ইরশাদ করলেন: “তোমরা প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩, ৩৩ বার করে তাসবীহ (سُبۡحٰنَ اللّٰہ), তাহমিদ (اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ) এবং তাকবির (اَللّٰہُ اَکۡبَرۡ) পাঠ করবে।”

(মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ, বাবু ইস্তিহবাবে যিকির সালাত শেষ পর্যন্ত, ৩০০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৯৫)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

মাই বেকার বাতো ছে বাচ কে হামেশা,
করো তেরী হামদ ও ছানা ইয়া ইলাহী। (ওয়াসায়িলে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

গরীব ও নিঃস্ব খলীফা

দা’ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৯০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **“সায়্যিদুনা হযরত উমর বিন আবদুল আযিয এর ৪২৫টি ঘটনা”** এর ১৮৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে: আমীরুল মু’মিনীন হযরত সায়্যিদুনা উমর বিন আবদুল আযিয رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর খেদমতে ঈদের একদিন পূর্বে তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه শাহ্জাদীরা উপস্থিত হলেন, আর বললেন: আব্বাজান! আগামীকাল ঈদের দিন। আমরা কি ধরণের কাপড় পরিধান করব? বললেন: এই কাপড়ই, যা তোমরা পরিধান করেছ। এগুলো ধৌত করে নাও, আগামীকাল পরিধান করবে! না আব্বাজান! আপনি আমাদেরকে নতুন কাপড় তৈরী করে দিন, মেয়েরা জিদ ধরল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বললেন: হে আমার মেয়েরা! ঈদের দিন **আল্লাহ্ তাআলার** ইবাদত করা এবং **তাঁর** কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের দিন। নতুন কাপড় পরিধান করা তো আবশ্যক নয়! আব্বাজান! আপনার কথা নিঃসন্দেহে সঠিক, কিন্তু আমাদের বান্ধবীরা আমাদের কে ধিক্কার দিবে; তোমরা আমীরুল মু’মিনীনের মেয়ে, আর ঈদের দিনও ঐ পুরাতন কাপড় পরিধান করেছ! ইহা বলতেই মেয়েদের চোখ অশ্রুতে ভরে গেল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

মেয়েদের কথা শুনে **তাঁর** رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অন্তরও নরম হয়ে গেল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কোষাধ্যক্ষকে (অর্থ মন্ত্রীকে) ডেকে বললেন: আমাকে আমার এক মাসের বেতন অগ্রীম দিয়ে দাও। কোষাধ্যক্ষ বলল: হুযুর! আপনার নিকট কি নিশ্চয়তা আছে, আপনি এক মাস পর্যন্ত জীবিত থাকবেন? তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাকে প্রতিদান দান করুক। তুমি অবশ্যই উত্তম এবং সঠিক কথা বলেছ। কোষাধ্যক্ষ চলে গেল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মেয়েদেরকে বললেন: হে আমার প্রিয় মেয়েরা! **আল্লাহ্ তাআলা** এবং **রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টির উপর নিজের ইচ্ছাকে উৎসর্গ করে দাও।

(মাদানে আখলাক, ১ম খন্ড, ২৫৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِىِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও নিজেদের সম্মানিত পূর্ববর্তী বুযুর্গদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام পদাংঙ্ক অনুসরনের মাধ্যমে দারিদ্রতা, মুখাপেক্ষীতা এবং ঘরোয়া পেরেশানীর উপর ভীত হয়ে অভিযোগের কান্না করার পরিবর্তে সর্বদা **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে মনোনিবেশ করা উচিত এবং **তাঁর** সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আর অধিক হারে দোয়া করা দরকার। যেমন-

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” **(আল কওলুল বদী)**

চিন্তাগ্রস্থ ব্যক্তির দোয়া

এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খেদমতে এক ব্যক্তি বলল: হুযুর! পরিবার পরিজনের চিন্তা আমাকে পেরেশান করে রেখেছে। আমার জন্য দোয়া করুন। (তিনি) উত্তর দিলেন: তোমার পরিবার পরিজন যখন তোমার কাছে আটাও রুটি না থাকার অভিযোগ করবে, ঐ সময় **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট দোয়া করো। কেননা, তোমার ঐ সময়ের দোয়া কবুল হওয়ার অধিক নিকটবর্তী। **(রঊজুর রিয়াহীন, ২৫ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যার দারিদ্রতা বেশি হবে, নিশ্চয় সে অত্যন্ত দুঃখী এবং পেরেশান হবে। আর দুঃখীদের দোয়া কবুল হয়ে থাকে। যেমন- **দা’ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব **“ফযায়িলে দোয়া”** এর মধ্যে আ’লা হযরতের সম্মাণিত পিতা, রইসুল মুতাকাল্লেমিন, হযরত আল্লামা মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মুস্তাযাবুদ দাওয়াত সাখছিয়ত (অর্থাৎ- যে সব লোকদের দোয়া কবুল হয় তাদের অন্যতম এর মধ্যে) সবচেয়ে প্রথম নম্বরে লিখেন: **প্রথমত:** মোদতর (অর্থাৎ- অস্থির ও চিন্তাগ্রস্থ ব্যক্তি) এর ব্যাখ্যায় ছরকারে আ’লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এই (অর্থাৎ- দুঃখী ও অসহায়দের দোয়া কবুলের) পক্ষে স্বয়ং কুরআনে পাকে ইশারা বিদ্যমান।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

اَمَّنۡ یُّجِیۡبُ الۡمُضۡطَرَّ اِذَا
دَعَاهُ وَیَکۡشِفُ السُّوۡٓءَ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

ঐ সত্তা যিনি অসহায়কে সাড়া দেন। যখন তাকে আহ্বান করে এবং মন্দকে দূর করে দেন।

(পারা- ২০, সূরা- আন নমল, আযাত- ৬২)

(ফাযায়ীলে দোয়া, ২১৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্‌র কসম! দুনিয়ার রঙ্গে আত্মহারা সম্পদশালী ও শান-শওকতওয়ালা ক্ষমতাবান ব্যক্তির চেয়ে সুন্নাতের প্রতি যত্নশীল গরীব ও অসহায় ব্যক্তি অনেক সুখী এবং সৌভাগ্যবান। আর সে ব্যক্তি আখিরাতে সফল, যে দারিদ্রতা, রোগ ও বিপদে পতিত হওয়া সত্বেও **আল্লাহ্ তাআলা** ও **তাঁর প্রিয় রাসুল** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি আনুগত্যশীল।

যবা পর শিকওয়ায়ে রঞ্জআলম লাইয়া নেহি করতে,
নবী কে নাম লেওয়া ঘম সে গাবরাইয়া নেহি করতে।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মিছকিনদের জন্য জান্নাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঐ মুসলমান যাকে আজ দুনিয়াবাসীর দৃষ্টিতে তুচ্ছ মনে করা হচ্ছে। গরীব বলে বন্ধু, আত্মীয়-স্বজনের মজলিশ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

অল্প সম্পদের কারণে মূল্যায়ন করা হয়না। কিন্তু উৎসর্গ হোন **আল্লাহ্ তাআলার** রহমতের উপর, এই সব লোক জান্নাতের মধ্যে সম্মান এবং শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হবে। যেমন- সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন; **প্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “জাহান্নাম এবং জান্নাতের মাঝে তর্ক হল। তখন জাহান্নাম বলল: আমাকে অত্যাচারী এবং অহংকারী লোক সহকারে ফযীলত দেয়া হয়েছে। জান্নাত বলল: আমার কি হয়েছে, আমার মধ্যে শুধু দূর্বল, অসহায় এবং অক্ষম লোকেরা প্রবেশ করবে। তখন **আল্লাহ্ তাআলা** জান্নাতকে ইরশাদ করলেন: হে জান্নাত! তুমি আমার রহমত। আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যার উপর (দয়া করার) ইচ্ছা করব তোমার মাধ্যমে দয়া করব এবং দোযখকে ইরশাদ করলেন: হে জাহান্নাম! তুমি আমার আযাব, আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে (আযাব দেয়ার) ইচ্ছা করব তোমার মাধ্যমে শাস্তি দিব।” (মুসলিম, কিতাবুল জান্নাত শেষ পর্যন্ত, বাবুন্নার ইয়াদখুলুহা জাব্বারুন শেষ পর্যন্ত, ১৫২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৮৪৬, সংক্ষিপ্ত ভাবে)

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা আলী বিন সুলতান মুহাম্মদ ক্বারী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এই হাদীস শরীফে বিদ্যমান শব্দ “ضُعَفَاء” এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: “এখানে দূর্বল দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ মুসলমান যেই সম্পদ এবং শারীরীক ভাবে দূর্বল।” (মিরকাতুল মাফাতিহ, কিতাবুল ফিতন, বাবু খলকিল জান্নাতি ওয়ান্নার, ৬৬২/৯, ৫৬৯৪ নং হাদীসের পাদ টীকা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

তাজ ও তাখত ও হুকুমত মত্ দে,   কছরতে মাল ও দৌলত মত্ দে,
আপনি রিযা কা দে দে মুছদা,   ইয়া আল্লাহ্ মেরি ঝুলি ভরদে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অধিকাংশ জান্নাতি গরীব হবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উল্লেখিত বর্ণনা গরীব এবং অভাবগ্রস্থদের জন্য কত বড় শান্তনা যে, **আল্লাহ্ তাআলা** গরীব ও মিছকিনদের উপর দয়া করতে গিয়ে তাদের কে জান্নাত দান করবেন এবং জান্নাত লাভকারী অধিকাংশ সেই ভাগ্যবান মুসলমান হবে, যারা দুনিয়াতে নিঃস্ব, দারিদ্র ও অভাবগ্রস্থ (অবস্থায়) জীবন অতিবাহিত করেছে। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ বিন আমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবীকুল সুলতান, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “اِطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ অর্থাৎ- আমি যখন জান্নাত পরিদর্শন করলাম তখন জান্নাতিদের মধ্যে অধিকাংশ দরিদ্র (অর্থাৎ- গরীব লোক) দেখতে পেলাম।”

(মুসনাদ আহমদ, মুসনদে আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস, ৫০৪/১, হাদীস- ২০৮৬)

দে হুসনে আখলাক কি দৌলত,   করদে আতা ইখলাস কি নে’মত,
মুঝকো খাজানা দে তাকওয়া কি দৌলত কা,   ইয়া আল্লাহ্ মেরি ঝুলি ভরদে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তা‘আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” **(মুসলিম শরীফ)**

নবীয়ে রহমত ﷺ এর দোয়া ও মিছকিনদের সাথে ভালবাসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দারিদ্রতা ও নিঃস্ব অবস্থা হচ্ছে ঐ পরীক্ষা, যার মধ্যে পতিত হওয়া মুসলমান যদি ধৈর্যের আচল ধরে রেখে চিন্তা ভাবনা করে তাহলে সে জানতে পারবে। মোবারকময় হাদীস শরীফে গরীব ও মিছকিনদের কত ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামে এই ধরণের লোক অবজ্ঞার পাত্র নয়, বরং ভালবাসার উপযুক্ত। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: মিছকিনদেরকে ভালবাস। কেননা, আমি **প্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে দোয়াতে এই শব্দ অন্তর্ভূক্ত করতে শুনেছি;

“اَللّٰھُمَّ اَحۡیِنِیۡ مِسۡکِیۡنًا وَ اَمِتۡنِیۡ مِسۡکِیۡنًا وَ احۡشُرۡنِیۡ فِیۡ زُمۡرَۃِ الۡمَسَا کِیۡنَ অর্থাৎ- **হে আল্লাহ্!** আমাকে মিছকিন অবস্থায় জীবিত রাখ ও মিছকিন অবস্থায় মৃত্যু প্রদান কর। আর মিছকিনের দলে আমার হাশর করো।”

(ইবনে মাযাহ, কিতাবুয যুহদ, বাবু মুজালিসাতিল ফোকারা, ৪৩৩/৪, হাদীস- ৪১২৬)

শরয়ী মাসয়ালা: মনে রাখবেন! **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে বিনয় প্রকাশ করে নিজেকে মিসকিনদের দলে শামিল করেছেন। তবে এটি **তাঁর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জন্য জায়েয কিন্তু আমাদের জন্য **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে “ফকীর ও মিসকীন” বলা নাজায়েয বরং হারাম।

(ফতোওয়ায়ে আহলে সুন্নাত, ৮ম খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দারিদ্রতা ও নিঃস্ব অবস্থা নিজের সাথে কত বরকত নিয়ে আসেন। যেমন- **মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও মিছকিনদের দলে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার এবং ঐ দলকে নিজের বন্ধুত্বের বরকত দ্বারা ধন্য করার ইচ্ছা করেছেন। আর তাদেরকে ভালবাসার শিক্ষা দিচ্ছেন।

সালাম উছ পর কে জিছ কে ঘর মে চান্দি থি না সোনা থা,
সালাম উছ পর কে টুটা বুরিয়া জিছকা বিছুনা থা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দরিদ্রদের সাথে ভালবাসা আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভের মাধ্যম

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বর্ণনা করেন; **আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا কে সম্বোধন করে ইরশাদ করলেন: “يَا عَائِشَةُ اَحِبِّى الْمَسَا كِيْنَ وَ قَرِّبِيْهِمْ فَاِنَّ اللهَ يُقَرِّبُكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ- হে আয়েশা! মিছকিনদেরকে ভালবাস, তাদেরকে নিজের কাছে রাখ। যাতে কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাকে নিজের কাছে রেখে নৈকট্য লাভে ধন্য করেন।”

(মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুর রিকাক, বাবু ফদলিল ফোকারা, আল ফসলুস ছানী, ১/২৫৫, হাদীস- ৫২৪৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

প্রকৃত নিঃস্ব কে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়ার সম্পদ ও ধন-দৌলতের মুখাপেক্ষীতা আখিরাতের নেয়ামত সমূহ পাওয়ার মাধ্যম। তবে শর্ত হচ্ছে ধৈর্যের আঁচল যেন হাত থেকে ছুটে না যায়। সুতরাং এই অবস্থায় পেরেশান হবেনা এবং দুশ্চিন্তায় মগ্ন হবেনা। দুশ্চিন্তাগ্রস্থ দারিদ্রতা হচ্ছে আখিরাতের দারিদ্রতা, আর এই দারিদ্রতা মূলত বিপদ। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان থেকে জিজ্ঞাসা করলেন: “তোমরা কি জানো নিঃস্ব কে?” সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: আমাদের মধ্যে নিঃস্ব (অর্থাৎ- গরীব, মিছকিন) সেই যার কাছে দিরহাম এবং কোন সম্পদ থাকেনা। তখন **(তিনি)** ইরশাদ করলেন: “আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব ঐ ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা ও যাকাত নিয়ে আসবে। কিন্তু সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে অপবাদ দিয়েছে। কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, কারো রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং কাউকে প্রহার করেছে। অতঃপর তার নেকী সমূহ থেকে তাদের সবাইকে তাদের অংশ দিয়ে দেয়া হবে। যদি তার দায়িত্বে থাকা হক সমূহ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তার নেকী শেষ হয়ে যায়, তাহলে লোকদের গুনাহ তার উপর তুলে দেয়া হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।”

(মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াস ছিলাহ, বাবু তাহরিমীয জুলমি, ১৩৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৫৮১)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভীত হোন! কেঁপে উঠুন! প্রকৃত পক্ষে নিঃস্ব ঐ ব্যক্তি যিনি নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, সদকা, দানশীলতা, সফলকাম এবং বড় বড় সাওয়াবের অধিকারী হওয়া সত্বেও কিয়ামতের দিন শূন্য হাতে থাকবে। কখনো গালি দিয়ে, কখনো অপবাদ দিয়ে, শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া ধমক দেয়া, অসম্মান করে, লাঞ্চিত করে, মারামারি করে, ধারস্বরূপ (অর্থাৎ- অস্থায়ী ভাবে) নেয়া কোন জিনিস ইচ্ছাকৃতভাবে আবার ফিরিয়ে না দেয়া, ক্ষমতার দাপটে কর্জ না দেয়া এবং অন্তরে কষ্ট দিয়ে যাদেরকে দুনিয়ায় অসন্তুষ্ট করা হয়েছে, তারা তার সমস্ত নেকী নিয়ে যাবে। আর নেকী শেষ হয়ে যাওয়া অবস্থায় তাদের গুনাহের বোঝা তার উপর তুলে জাহান্নামে পৌঁছে দেয়া হবে।

ইলাহী! ওয়াসেতা দেতাহু মাই মিঠে মদীনে কা,
বাঁচা দুনিয়া কি আদত ছে, বাঁচা ওকবা কি আদত ছে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى اللّٰه! اَسْتَغْفِرُ اللّٰه

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)**

দারিদ্রতা দূরীভূত করার ওযীফা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনি আখিরাতের গরীব ও প্রকৃত দারিদ্রের দূর্ভাগ্য এবং দুনিয়ার গরীব আর মিছকিনের সৌভাগ্য সম্পর্কে জেনেছেন। আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের এই মনমানসিকতা হওয়া উচিত, দুনিয়াতে যদি ধন-দৌলতের ঘাটতি ইত্যাদির মত পরীক্ষা এসে যায়, তাহলে ধৈর্য ধারণের মাধ্যমে তা সহ্য করবে। আর আখিরাতের অভাব থেকে আশ্রয় চাইবে। কারণ আখিরাতের গরীবই প্রকৃত পক্ষে দূর্ভাগা, অনুরূপ এ মনমানসিকতাও তৈরী করে নিন যে, পরিমাণ মত সম্পদ অর্জন করা, অন্যের মুখাপেক্ষী না হওয়া, কারো উপর বোঝা না হওয়া এবং পেশাজীবী হওয়ার আকাংখা করা মন্দ নয়। এভাবে রোজগারের আশায় এদিক-সেদিক যাওয়া এবং ওযীফা পাঠ করা ছালেহীনদের রীতি। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা ইবনে সিরাওয়াই رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বলেন: একদিন **আল্লাহ্ তাআলার** প্রসিদ্ধ ও মকবুল ওলী হযরত সায়্যিদুনা মারুফ করখী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এর বরকতময় খিদমতে একজন নিঃস্ব ও দরিদ্র ব্যক্তি নিজের দারিদ্রতার অভিযোগ করল। তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বললেন: **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাকে নিজের হিফাজত ও নিরাপত্তায় রাখুক। পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে যাও। আর এই শব্দাবলী মুখে জারী রাখবে:- مَاشَآءَ اللّٰهُ كَانَ (অর্থাৎ- **আল্লাহ্ তাআলা** যা ইচ্ছা করেছেন তা হয়েছে)।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

সে ব্যক্তি এই ওযীফা পাঠ করে করে ঘরের দিকে যাচ্ছিল, রাস্তায় তার সাথে একজন অপরিচিত ব্যক্তির সাক্ষাত হল। যে তাকে একটি থলে হাতে দিয়ে চলে গেল। গরীব ব্যক্তিটি যখন থলে খুলল। তখন থলেটি দিনারে ভরপুর ছিল। সে অত্যন্ত খুশি হল। আর সেখান থেকে ফিরে হযরত সায়্যিদুনা মারুফ করখী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর খিদমতে উপস্থিত হলো, যাতে এই সংঘঠিত বাস্তব ঘটনা তাকে অবহিত করেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ ঐ ব্যক্তিকে দেখার সাথে সাথেই বললেন: হে **আল্লাহ্**র বান্দা! যখন তোমার প্রয়োজন পুরণ হয়ে গেছে, তখন পুনরায় কেন এসেছ? **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাকে নিজের হিফাজত ও নিরাপত্তায় রাখুক। পরিবার পরিজনের কাছে এটা বলে বলে ফিরে যাও:- مَاشَآءَاللّٰهُ كَانَ (উয়ূনুল হিকায়াত, ২৭৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কিউ করনা মেরে কাম বনে গায়ব ছে হাসান,
বান্দা ভিহু তো কেয়ছে বড়ে কারসাজ কা। (যওকে না’ত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

রুযীতে বরকতের উত্তম ব্যবস্থাপত্র

হযরত সায়্যিদুনা সাহল বিন সাদ সাঈদী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বর্ণনা করেন; এক ব্যক্তি **রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বরকতময় খিদমতে উপস্থিত হয়ে নিজের দারিদ্রতা এবং অভাব-অনটনের অভিযোগ করল। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবূয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “যখন তুমি নিজের ঘরে প্রবেশ কর তখন সালাম করো। যদিও কেউ না থাকে। অতঃপর আমার উপর সালাম প্রেরণ করো, আর ১বার قُلۡ ہُوَ اللّٰہ শরীফ পাঠ করো।” ঐ ব্যক্তিটি অনুরূপ করল। তখন **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে এমন সম্পদশালী করে দিলেন যে, সে নিজের প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের মাঝেও বন্টন করা শুরু করে দিল।

(আল কউলুল বদী, আল বাবুস ছানী ফি সওয়াবিস সালাত আলা রাসুলিল্লাহ, ২৭৩ পৃষ্ঠা)

দারিদ্রতার চিকিৎসা

মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪১৯ পৃষ্ঠা সম্বালিত কিতাব **“মাদানী পাঞ্জে সূরা”** এর ২৪৬ পৃষ্ঠার মধ্যে রয়েছে; “یَا مَلِکُ” ৯০বার, যে গরীব ও অসহায় প্রতিদিন পাঠ করবে, اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ দারিদ্রতা থেকে মুক্তি পাবে। (মাদানী পাঞ্জে সূরা, ২৪৬ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তা'আলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” **(মুসলিম শরীফ)**

তু হে মূতী ওহ হে কাসিম ইয়ে করম হে তেরা,
তেরে মাহবুব কে টুকরো পে পলোগা ইয়া রব। **(ওয়াসায়িলে বখশিশ)**

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রিযিকে বরকতের ওযীফা

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব **“মলফুযাতে আ'লা হযরত”** এর ১২৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে; এক জন সাহাবী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: দুনিয়া আমাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে। তখন (**তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করলেন: “তোমার কি ঐ তাসবীহ স্মরণ (মুখস্থ) নেই, যে তাসবীহ হচ্ছে ফেরেস্তাদের এবং যার বরকতে রিযিক দেয়া হয়। দুনিয়ার সৃষ্টি তোমার কাছে লাঞ্চিত ও অপমানিত হয়ে আসবে। সোবহে সাদিকের সময় ১০০বার পাঠ করবে: سُبْحٰنَ اللهِ وَ بِحَمْدِهٖ سُبْحٰنَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ الله।” ঐ সাহাবী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ ৭দিন অতিবাহিত করেছিলেন, (আবার) **হুরকারে নামদার, মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: **হুযুর!** দুনিয়া আমার নিকট এত অধিক হারে আসছে আমি হতবাক। কোথায় উঠাব, কোথায় রাখব! **(লিসানুল মিযান, হরফুল আইনি, ৩০৪/৪, হাদীস- ৫১০০। জুরকানী আলাল মাওয়াহিবে, যিকরু তিব্বহি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**, মিন দায়ীল ফোকারা, ৯/৪২৮)**

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সৎ সঙ্গ এবং নেক্‌কারদের দোয়া অবশ্যই প্রভাব সৃষ্টি করে। বিপদ-আপদ ও সমস্যায় **আল্লাহ্ তাআলার** মনোনীত বান্দাদের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়ার দ্বারা বিপদ দূর হয়ে যায় এবং সমস্যা সমাধান হয়ে যায়। অনুরূপভাবে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমে এবং আশিকানে রাসুলদের সাথে মাদানী কাফেলায় সফর করার বরকতে উদ্দেশ্য পুরণ হওয়ার, সমস্যা সমাধান হওয়ার এবং বিপদ দূর হওয়ার অসংখ্য ঘটনা শুনতে পাওয়া যায়। যেমন- **দা’ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১০৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **“ফয়যানে সুন্নাত”** প্রথম খন্ড ৭১২ পৃষ্ঠায় রয়েছে:

মাদানী বাহার: K.E.S.C. এর মধ্যে চাকুরী লাভ

আউরঙ্গী টাউন (বাবুল মদীনা করাচীর) এক যিম্মাদার ইসলামী ভাই নিজের মাদানী পরিবেশে আসার ও রুজীর সন্ধান পাওয়ার ঘটনা কিছুটা এভাবে বর্ণনা করেছে। ১৯/৬/০৩ তারিখে এক জন ইসলামী ভাই দাওয়াত দেওয়ার ফলে **দা’ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার প্রতি ধাবিত হলাম, কিন্তু নিয়মিত আসতামনা। বেকারত্বের কারণে পেরেশানী ছিল। “একজন ইসলামী ভাইয়ের “ইনফিরাদী কৌশিশ” এর ফলে মাদানী কাফেলা কোর্সের জন্য **দা’ওয়াতে ইসলামী**র আন্তর্জাতিক মারকায ফয়যানে মদীনায় অংশগ্রহণ করলাম।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলদের সংস্পর্শের বরকত আমি গুনাহগারের উপর মাদানী রং বসিয়ে দিল এবং বাঁচার পথ শিখিয়ে দিল। মাদানী কাফেলা কোর্স সম্পন্ন করার ২য় বা ৩য় দিন কয়েজন বন্ধু বলল, **K.E.S.C.** তে কর্মচারীর প্রয়োজন। আমরা দরখাস্ত জমা দিয়েছি আপনিও দরখাস্ত জমা দিন। আমি বললাম: আজকাল শুধুমাত্র দরখাস্তে চাকুরী কোথায় লাভ হয়! সুপারিশ বরং ঘুষের মাধ্যমে চাকুরী পাওয়া যায়! আমার কাছে তো এর কিছুই নেই। অবশেষে তাদের বারবার বলাতে আমি দরখাস্ত জমা দিলাম। প্রথমে লিখিত পরীক্ষা হল। তারপর মৌখিক পরীক্ষা এরপর মেডিকেল টেষ্ট হল। অসংখ্য প্রভাববিস্তারকারীর দরখাস্ত থাকা সত্ত্বেও আমি! একজন এমন ছিলাম যে, সব জায়গায় উত্তীর্ণ হলাম। ফাইনাল ইন্টারভিউর দিন আমার স্ত্রী জোর দিয়ে বলল: প্যান্টশার্ট পরিধান করে যান। কিন্তু আমি তো আশিকানে রাসূলদের সংস্পর্শের বরকতে ইংরেজদের পোশাক বর্জন করেছিলাম। এজন্য সাদা পায়জামা পাঞ্জাবী পরিধান করে (ইন্টারভিউর জন্য) পৌঁছে গেলাম। অফিসার আমার ইসলামী লেবাস (পোষাক) দেখে আমাকে কিছু ইসলামী জ্ঞান সম্পর্কীত প্রশ্ন করলেন। যেগুলোর উত্তর আমি খুব সহজভাবেই দিয়ে দিলাম। কেননা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি এগুলো সব মাদানী কাফেলা কোর্সেই শিখেছিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ কোন সুপারিশ ও ঘুষ ছাড়া আমার চাকুরী হয়ে গেল। আমার পরিবার মাদানী কাফেলা কোর্স ও মাদানী পরিবেশের বরকত দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মুহাব্বতকারী হয়ে গেল।

রাসুলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

এই বর্ণনা দেয়া অবস্থায় اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এলাকায়ী মুশাওয়ারাত এর খাদিম (নিগরান) হিসেবে নিজের এলাকায় সুন্নাতের সাড়া জাগাচ্ছি এবং মাদানী ইন্‌আমাত ও মাদানী কাফেলার সাড়া জাগানোর চেষ্টা চালাচ্ছি।

নওকরি চাহিয়ে, আয়ে আয়ে,
কাফেলে মে চলে, কাফেলে মে চলো।
তঙ্গদস্তি মিঠে, দূর আফত হঠে,
লেনে কো বরকতে কাফেলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বর্ণনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে (মূলত) আমাকে ভালবাসল আর যে আমাকে ভালবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ঈমান, বাবুল ইতিছামে বিল কিতাব, আল ফসলুস সানী, ১/৫৫, হাদীস- ১৭৫)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

পোশাকের ১৪টি মাদানী ফুল

তিনটি ফরমানে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লক্ষ্য করুন:

✱ “জ্বীনের দৃষ্টি ও মানুষের লজ্জাস্থানের মাঝখানে পর্দা হচ্ছে, যখন কেউ কাপড় খুলে তখন بِسۡمِ الله পাঠ করা।” (আল মুজামুল আওসাত, ২য় খন্ড, ৫৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৫০৪) প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত মুফ্‌তি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ বলেন: যেরূপ দেয়াল ও পর্দা মানুষের দৃষ্টির জন্য প্রতিবন্ধক হয়, অনুরূপ **আল্লাহ্ তাআলার** এই যিকির জ্বীনদের দৃষ্টি থেকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, যার কারণে জ্বিনেরা সেটাকে (অর্থাৎ- লজ্জাস্থান) দেখতে পাই না। (মিরআত, ১ম খন্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠা)

✱ “যে ব্যক্তি কাপড় পরিধানের সময় এ দোয়া পাঠ করবে: اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ الَّذِيۡ كَسَانِيۡ هٰذَا وَرَزَقَنِيۡهِ مِنۡ غَيۡرِ حَوۡلٍ مِّنِّيۡ وَلَا قُوَّةٍ[১] তার আগের-পরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (শুআবুল ঈমান, ৫ম খন্ড, ১৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬২৮৫)

✱ “যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিনয়বশতঃ উন্নত কাপড় পরিধান করা বর্জন করে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে কারামাতের (অভিজাত পূর্ণ) পোশাক পরিধান করাবেন।” (আবু দাউদ শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ৩২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৭৭৮)

✱ **রহমাতুল্লিল আলামিন, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় পোশাক অধিকাংশ সাদা কাপড়ের হতো।

(কাশফুল ইলতেবাছ ফি ইস্তেহবাবিল লিবাস লিশশেখ আবদুল হক আদ দেহলভী, ৩৬ পৃষ্ঠা)

---

[১] **অনুবাদ:**‘সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ্ তাআলার** জন্য, যিনি আমাকে কাপড় পরিধান করিয়েছেন, আর আমার শক্তি ও সামর্থ্য ব্যতীত আমাকে দান করেছেন।’

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

✱ পোশাক পরিচ্ছদ যেন হালাল উপার্জনের হয়, আর যে পোশাক হারাম উপার্জনের হয়, তা দ্বারা ফরজ ও নফল কোন নামায কবুল হয় না। (প্রাগুক্ত, ৪১ পৃষ্ঠা) ✱ বর্ণিত রয়েছে: যে (ব্যক্তি) বসে ইমামা (পাগড়ী) বাঁধে বা দাঁড়িয়ে পায়জামা পরিধান করে, তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে এমন রোগে আক্রান্ত করবেন, যার কোন চিকিৎসা নেই। (প্রাগুক্ত, ৩৯পৃষ্ঠা) ✱ কাপড় পরিধান করার সময় ডান দিক থেকে আরম্ভ করবেন (কেননা, এটা সুন্নাত) যেমন: যখন জামা পরিধান করবেন তখন সর্বপ্রথম ডান আস্তিনে ডান হাত প্রবেশ করাবেন অতঃপর বাম আস্তিনে বাম হাত প্রবেশ করাবেন। (প্রাগুক্ত, ৪৩ পৃষ্ঠা) ✱ এভাবে পায়জামা পরিধান করার সময় ডান পা প্রবেশ করাবেন, আর যখন (জামা বা পায়জামা) খুলবেন তবে এর বিপরীত করুন অর্থাৎ বাম দিক থেকে শুরু করুন। ✱ **দা’ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১৯৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “বাহারে শরীয়াত” এর ৩য় খন্ড, ৪০৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: সুন্নাত হচ্ছে যে, জামার দৈর্ঘ্য অর্ধগোছা পর্যন্ত এবং আস্তিনের দৈর্ঘ্য বেশি থেকে বেশি আঙ্গুল সমূহের মাথা পর্যন্ত, আর প্রস্থে এক বিঘত পরিমাণ। (রদ্দুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৫৭৯ পৃষ্ঠা) ✱ সুন্নাত হচ্ছে; পুরুষের লুঙ্গি অথবা পায়জামা টাখনুর উপর রাখা। (মিরআত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৯৪ পৃষ্ঠা) ✱ পুরুষ পুরুষালী এবং মহিলা মহিলা সুলভ পোশাকই পরিধান করুন। ছোট ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্রেও এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখুন।

✱ **দা’ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১২৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “বাহারে শরীয়াত” ১ম খন্ড এর ৪৮১ পৃষ্ঠায় রয়েছে; পুরুষের জন্য নাভীর নিচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত “সতর” অর্থাৎ এতটুকু ঢেকে রাখা ফরয। নাভী সতরের অন্তর্ভূক্ত নয়, কিন্তু হাটু অন্তর্ভূক্ত। **(দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা)**

বর্তমানে অনেক লোকেরা লুঙ্গি অথবা পায়জামা এভাবে পরিধান করে যে, নাভীর নিচের কিছু অংশ খোলা থাকে, যদি জামা দ্বারা এভাবে ঢাকা থাকে যে, যার মাধ্যমে চামড়ার রং প্রকাশ না পায়, তাহলে ভাল নতুবা হারাম। আর নামাযে এক চতুর্থাংশ পরিমাণ খোলা থাকলে নামায হবে না। (বাহারে শরীয়াত) বিশেষত হজ্ব অথবা ওমরার ইহরাম পরিধানকারীরা এ ব্যাপারে অধিক সতর্ক থাকা উচিত।

✱ বর্তমানে অনেকে সর্ব-সাধারণের সামনে হাফ পেন্ট পরিধান করে ঘুরাফেরা করে যার দ্বারা তার হাঁটু এবং উরু দৃষ্টিগোচর হয়, এরকম করা হারাম। এদের খোলা হাটু ও উরুর দিকে দেখাও হারাম। বিশেষত খেলার মাঠে, ব্যায়ামাগার, সমুদ্রে সৈকতে এরূপ দৃশ্য অধিক পরিলক্ষিত হয়। তাই এসব জায়গায় যাওয়ার ক্ষেত্রে খুব সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। ✱ অহংকার মূলক যত পোশাক রয়েছে তা পরিধান করা নিষেধ। অহংকার আছে কি নেই এর যাচাই এভাবে করুন, এ কাপড় পরিধান করার পূর্বে নিজের ভিতর যে অনুভূতি ছিল তা যদি এ কাপড় পরিধান করার পরেও অবশিষ্ট থাকে তবে বুঝতে হবে এ কাপড় দ্বারা অহংকার সৃষ্টি হয়নি।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

আর যদি ঐ অনুভূতি এখন অবশিষ্ট না থাকে তবে বুঝতে হবে অহংকার সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং এধরণের কাপড় থেকে নিজেকে রক্ষা করুন, কেননা অহংকার অনেক খারাপ বৈশিষ্ট্য।

(বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৪০৯ পৃষ্ঠা। রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৫৭৯ পৃষ্ঠা) (১৬৩ মাদানী ফুল, ২০ পৃষ্ঠা)

মাদানী হুলিয়া

দাঁড়ি, যুলফি (বাবরি চুল), মাথায় সবুজ পাগড়ী (সবুজ রং যেন গাঢ় না হয়), কলার বিহীন সাদা জামা, সুন্নাত অনুযায়ী দৈর্ঘ্য অর্ধগোছা পর্যন্ত লম্বা, এক বিঘত প্রশস্থ আস্তিন, বুকে হৃদয়ের পার্শ্ববর্তী দিকের পকেটে সুস্পষ্ট মিসওয়াক, লুঙ্গি কিংবা পায়জামা টাখনুর উপর। (এছাড়া মাথায় সাদা চাদর ও মাদানী ইন্আমাতের উপর আমলের নিয়্যতে পর্দার উপর পর্দা করার জন্য খয়েরী রংয়ের চাদরও সঙ্গে থাকলে তো মদীনা মদীনা)।

আত্তারের দোয়া: **হে আল্লাহ্!** আমাকে এবং মাদানী হুলিয়া পরিধানকারী সকল ইসলামী ভাইদেরকে সবুজ গম্বুজের ছায়াতে শাহাদাত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন, জান্নাতুল ফেরদৌসে আপন **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য দান কর। **হে আল্লাহ্!** সকল উম্মতদেরকে ক্ষমা করে দাও।

اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

উনকা দিওয়ানা ইমামা আওর জুলফে ও রেশ মে,
লাগ রাহাহে মাদানী হুলিয়ে মে ওহ কিতনা শানদার।

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **“বাহারে শরীয়াত”** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **‘সুন্নাত ও আদব’** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলায়** আশেকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
হোগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, খতম হো শামতে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

তথ্যসূত্র

নং	কিতাব	প্রকাশনা
১	কানযুল ঈমান ফি তরজুমাতিল কুরআন	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
২	সহীহ মুসলিম	দারুল মুগনী, আরব শরীফ, ১৪১৯হিঃ
৩	জামে তিরমিযী	দারুল মারিফা, বৈরুত ১৪১৪হিঃ
৪	সুনানে আবু দাউদ	দারু ইহ্ইয়াউত তুরাছিল আরবী, বৈরুত ১৪২১হিঃ
৫	সুনানে ইবনে মাযাহ	দারুল মারিফা, বৈরুত ১৪২০হিঃ
৬	আল মুস্তাদরাক আলা সহীহাইন	দারুল মারিফা, বৈরুত ১৪১৮হিঃ
৭	মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল	দারুল ফিকর, বৈরুত ১৪১৪হিঃ
৮	মিশকাতুল মাসাবিহ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪২১হিঃ
৯	আল কউলুল বদী	মুয়াচ্ছাছাতুর রায়্যান, বৈরুত ১৪২১হিঃ
১০	আল মু’জামুল আওসাত	দারু ইহ্ইয়াউত তুরাছিল আরবী, বৈরুত ১৪২২হিঃ
১১	শুয়াবুল ঈমান	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪২১হিঃ
১২	মিরকাতুল মাফাতিহ	দারুল ফিকর, বৈরুত ১৪১৪হিঃ
১৩	রদ্দুল মুহতার	দারুল মারিফা, বৈরুত ১৪২০হিঃ
১৪	দূররুল মুহতার	দারুল মারিফা, বৈরুত ১৪২০হিঃ
১৫	মুকাশিফাতুল কুলুব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১৬	রউজুর রিয়াহীন	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪২১হিঃ
১৭	তালবিছে ইবলিশ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪১৩হিঃ
১৮	উয়ুনুল হিকায়াত	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪২৪হিঃ
১৯	কাশফুর ইলতিবাস	দারু ইহ্ইয়াউল উলুম, বাবুল মদীনা ১৪২৪হিঃ
২০	মিরআতুল মানাযিহ	নঈমী কুতুব খানা, গুজরাট
২১	বাহারে শরীয়াত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী, ১৪২১হিঃ
২২	ফযায়িলে দোয়া	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী, ১৪৩০হিঃ
২৩	ফয়যানে সুন্নাত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
২৪	মাদানী পাঞ্জে সূরা	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী, ১৪২৯হিঃ
২৫	মাদনে আখলাক	সিরকতে কাদেরীয়া সনজুরি বাবুল ইসলাম, সিন্ধু ১৯৪০
২৬	হযরত সায়্যিদুনা উমর বিন আবদুল আজিজ কি ৪২৫ হিকায়াত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী, ১৪৩৩হিঃ
২৭	হাদায়িকে বখশিশ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী, ১৪৩৩হিঃ
২৮	যওকে না’ত	যিয়াউদ্দীন পাকলিকেশন্স, ১৯৯২
২৯	ওয়াসায়িলে বখশিশ, মুরম্মম	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী, ১৪৩৫হিঃ

(৫১) বয়ান করার নিয়্যত

✻ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াব। ✻ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করব এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াব। ✻ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করব। ✻ ১৪ পারার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত:

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (কানযুল ঈমান থেকে **অনুবাদ:** আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَة “অর্থাৎ- “আমার পক্ষ থেকে ও একটি মাত্র আয়াত হলেও পৌছিয়ে দাও।” এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করব। ✻ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। ✻ শের পাঠ করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকব। ✻ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্‌আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করব। (সাওয়াব বৃদ্ধি করার উপায়, ৩৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

(৫২) বয়ান শুনার নিয়্যত

(মাদানী চ্যানেলের দর্শকরাও এর থেকে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যত করতে পারেন)

✻ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। ✻ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু’জানু হয়ে বসব। ✻ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্থ করে দিব। ✻ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকব। ✻ تُوْبُوْا اِلَى الله, اُذْكُرُ الله, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিব। ✻ বয়ানের পর নিজে অগ্রসর হয়ে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

(সাওয়াব বৃদ্ধি করার উপায়, ৩৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, **দা’ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। **দা’ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই রিসালাটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা’ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :
bdmaktabatulmadina26@gmail.com,
bdtarajim@gmail.com **web :** www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ের অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা সমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।